গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাষ্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২২০

তারিখঃ ২০/০৭/২০১৬
সময়ঃ বিকাল ৩.৩০ টা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত ২০.০৭.২০১৬ তারিখের দৈনিক প্রতিবেদন।

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্কতা: সমুদ্র বন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ (আজ সন্ধ্যা ৬.০টা পর্যন্ত**)**

রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহের জন্য ০১ (এক) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩১.৯	৩০.৫	৩২.০	৩০.০	৩৪.৪	৩০.৯	৩৩.৮	৩২.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.২	২৬.০	২৪.৬	২৫.০	২৫.৪	২৫.৬	২৫.৪	২৫.৬

* দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৪.৪ ডিগ্রী সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সীতাকুন্ডু ২৪.৬ ডিগ্রী সে.।

০২। **নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (**তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো**)**

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০১ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৬৩ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৯ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	১৭ টি	বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	০৬ টি

নিম্নবর্ণিত ০৬ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি বৃদ্ধি (+) হ্রাস (-)(cm)	বিপদসীমার উপরে আছে (cm)
০১	কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী	+০১	+ ১৮
০২	টাংগাইল	ঢলেশ্বরী	এলাসিন	+১১	+ ১৮
০৩	সিলেট	সুরমা	কানাইঘাট	+০৯	+ ৩৭
০৪	সুনামগঞ্জ	সুরমা	সুনামগঞ্জ	+০৪	+৫২
০৫	সিলেট	সারিগোয়াইন	সারিঘাট	+৮৯	+০৫
০৬	নেত্রকোনা	কংশ	জারিয়াজাঞ্জাইল	০	+ ৬৫

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি অপরিবর্তিত থাতে পারে অপরদিকে যমুনা নদীর পানি সমতল আগামী ৪৮ ঘন্টায় সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।
- সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত বদ্ধি পেতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত বদ্ধি পেতে পারে।

০৩। **গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ৯ টা থেকে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত)**

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
বরিশাল	৭৬.০	জারিয়াজাঞ্জাইল, নেত্রকোনা	৪২.০
শেওলা, সিলেট	৫১.০	পঞ্চগড়	৪১.৫

০৪। **নদী ভাংগনঃ**

নীলফামারীঃ বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাধীন টেপাখড়িবাড়ী, খগাখড়িবাড়ী, গয়াবাড়ী, পূর্বছাতনাই ও ঝুনাগাছা চাপানী ইউনিয়ন বন্যা কবলিত হয়। তম্মধ্যে খালিশা চাপানী ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ইউসুফের চড় এলাকায় ২৩টি পরিবার এবং ৯ নং টেপাখাগিবাড়ী ইউনিয়নের ৪টি ওয়ার্ডের (১, ২, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড) চড়খড়িবাড়ী মৌজার কাউয়ুমের বাড়ীর নিকট স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত বাঁধটি ভেংগে যাওয়ায় ২৮১টি পরিবারসহ মোট (২৩+২৮১)= ৩০৪টি পরিবার সম্পূর্ণ এবং ১৫০৯টি পরিবার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে নদী ভাংগন অব্যাহত রয়েছে। জিনজিরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টেপাখড়ি বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, চর খড়িবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিএডিসির কালভার্ট, এলজিইডির কালভার্ট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিপ্তরের নির্মিত কালভার্টসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জনগনের স্বাভাবিক চলাচলে ব্যাঘাত ঘটেছে। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য

এবং জেলা প্রশাসক সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জনসাধারণের চাহিদার ভিত্তিতে দ্রুত ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহেণ করা প্রয়োজন বলে জেলা প্রশাসক উল্লেখ করেছেন।

- স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত বাঁধ এর সামনের মূল নদীতে সৃষ্ট চর ড্রেজিং করে মূল নদী বরাবর পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা;
- নির্মানাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ০৪ নং ওয়ার্ডের টাপুর চড় গ্রামের হাফেজ চৌধুরীর বাড়ী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের পুনর্বাসনের স্বার্থে আনুমানিক ৫০০ বান্ডিল টিন ও অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা;
- পানিবদ্ধ এলাকায় যাতে ডায়ারিয়াসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিউবয়েল উচুকরণ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ;
- ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় ও স্থাপনা সমূহের পুনর্নির্মাণ/সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যাতায়াতসহ প্রয়োজনে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত উপজেলা প্রশাসনের জন্য ২টি নৌযান সরবরাহ করা।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের **NDRCC (**জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র**)** ২৪ ঘন্টা (৭**x২৪)** খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য **NDRCC**'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ **email** নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩; মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ এবং ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২

ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০; Email: ndrcc@modmr.gov.bd

স্বাক্ষরিত/-
(জি, এম, আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
০৯। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।